যুগান্তর

APR 27 2002

তারিখ ... পৃঃ 4 কলাম 7

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেতন বৈষম্য

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক বৈষম্য। বেসরকারি কলেজ ও সমপর্যায়ের মাদ্রাসার শিক্ষকগণ আট বছর পর কেউ ৪৩০০ হতে ৬১৫০ আবার কেউ ৭২০০ স্কেল পেয়ে থাকেন। অথচ সরকারি কলেজে সহযোগী অধ্যাপক ১০,৭০০ এবং অধ্যাপক ১১৭০০ স্কেলে বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন। কিন্তু বেসরকারি কলেজে প্রভাষকগণের সর্বোচ্চ পদবি সহকারী অধ্যাপক। সরকারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ ৭২০০ এবং স্নাতকোত্তর/স্নাতক বিএড সহকারী শিক্ষকগণ ৩৪০০ স্কেল পান। অবশ্য স্নাতকোত্তর পাস শিক্ষকগণকে পাঁচ বছরের মধ্যে বিএড প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এদিকে সরকারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের সমযোগ্যতা স্নাতকোত্তর বিএড/এমএড ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি প্রধান শিক্ষকগণ ৬১৫০ স্কেল এবং স্নাতকোত্তর পাস সহকারী শিক্ষকগণ ২৫৫০ স্কেলে বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন। বেসরকারি হাইস্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ থাকলেও এ পদের জন্য কোন আলাদা স্কেল নেই। একজন সিনিয়র সহকারী শিক্ষকের মতো ৪৩০০ স্কেল পেয়ে থাকেন। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারী সরকারি বিধিমোতাবেক বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, ইনক্রিমেন্ট, উৎসব ভাতা, টাইম স্কেল পেয়ে থাকেন। আর বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী বাড়ি ভাড়া পান ১০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ১৫০ টাকা, ইনক্রিমেন্ট মাত্র একটি, উৎসব ভাতা নেই, বেসরকারি হাইস্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী এবং কলেজের কর্মচারী সারা জীবনে একটি মাত্র টাইম স্কেল পেয়ে থাকেন। এটা মোটেই সমীচীন নয়। তাদের আট-বারো-পনের বছরে তিনটি টাইম স্কেল প্রদান করা উচিত। একযোগে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি করা সম্ভব নয়। তবে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লিখিত একশত ভাগ বেতন প্রদানসহ অন্যান্য সমস্যা পর্যায়ক্রমে সমাধান করা সম্ভব।

এমতাবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে একশত ভাগ বেতন প্রদানসহ সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রারম্ভিক স্কেল, টাইম স্কেল, বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, ইনক্রিমেন্ট, উৎসব ভাতা, পদোন্নতি সংক্রান্ত বৈষম্য অনতিবিলম্বে দূর করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।

ভূপাল চন্দ্র প্রামাণিক (নিতীশ)
বসন্তপুর, সিংড়া, নাটোর